যুগান্তর

তারিখ 28 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

আগামী বছর নতুন কারিকুলামের পাঠ্যবই দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে

এনসিসি আজ বৈঠকে বসছে

মুশতাক আহমদ

মাধ্যমিক স্তরে আগামী বছর নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবই প্রবর্তন পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিশেষ করে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই নতুন করে প্রণয়ন একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কেবল কারিকুলামের জটিলতার কারণে এমন অবস্থা তৈরি হতে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ২০১৩ সালে নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে যাওয়ার কথা। বর্তমান সরকার প্রণীত শিক্ষানীতির আলোকে হবে ওই সব পাঠ্যবই। মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ৭৮টি পাঠ্যবই পড়ে থাকে। এর মধ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে ৫১টি বই। আর নবম-দশম শ্রেণীতে রয়েছে ২৭টি বই। সূত্র নিশ্চিত করেছে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যে বই রয়েছে, তার অনেকগুলোর খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু নবম-দশম শ্রেণীর কারিকুলাম প্রণীত হয়েছে মাত্র। এখন ওই কারিকুলামের আলোকে পাঠ্যবই লেখা হবে। এরপর তা ছাপাখানার ব্যবস্থা করা হবে। পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পাঠ্যবই : কারিকুলামের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এসব বিষয় নিয়েই আজ মন্ত্রণালয়ে জাতীয় কারিকুলাম কমিটির (এনসিসি) বৈঠক হচ্ছে।

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাঠ্যপুস্তকের দায়িত্ব পালনকারী সদস্য অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র পাল অবশ্য জানিয়েছেন, যেহেতু নবম-দশম শ্রেণীর কারিকুলাম হয়ে গেছে তাই সমস্যা আর তেমন নেই। বই লিখতে তেমন সময় লাগে না। নতুন বই দেয়া হবে।

কিন্তু এনসিটিবির এই কর্মকর্তার দাবির সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। কেননা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর মোট ৫১টি বই থাকলেও আজকের এনসিসির বৈঠকে মাত্র ২৯টির খসড়া উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হবে। কারিকুলাম প্রণয়নের বাইরে এ ২৯টি বই লিখতে সময় লেগেছে প্রায় সাড়ে ৪ মাস। ২৫ জানুয়ারি এসব বইয়ের লেখক ও সম্পাদকদের ওরিয়েন্টেশন হয়েছিল। এরপর তারা লেখা শুরু করেন। এরপরও এই তিন শ্রেণীর আরও ২৯টি বই লেখাই শেষ হয়নি। এ বাস্তবতায় নবম শ্রেণীর ২৭টি বই লিখতে কত সময় লাগতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত এ ২৭টি বইয়ের কারিকুলাম তৈরিতেও লাগে সাড়ে ৪ মাস। ৩০ জানুয়ারি এ কাজ শুরু হয়েছিল, যা অনুমোদনের জন্য আজ এনসিসি বসছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের (এসইএসডিপি) কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নতুন পাঠ্যবই প্রবর্তিত হবে। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা যে বই পড়ছে, তা ১৯৯৫ সালে প্রবর্তিত। স্বভাবতই এর কারিকুলাম লেখা তারও আগে। এ কারণে বর্তমান পাঠ্যবইয়ের যুগোপযোগিতা অনেকটা কমেছে। এ কারণে নতুন পাঠ্যবই প্রবর্তনের উদ্যোগকে সচেতন মহল স্বাগত জানিয়েছে। এসইএসডিপি হল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আগের প্রকল্প সেপিপ'র বর্ধিত রূপ। এই সেপিপই একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিল গত জোট সরকারের আমলে। কিন্তু তখন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের কারণে আর সম্ভব হয়নি। এসইএসডিপির সাবেক পরামর্শক ও এনসিটিবির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহসান কবীর জানিয়েছেন, একমুখী শিক্ষাই বর্তমানে নতুন নামে সমন্বিত শিক্ষা নামে আসছে। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন স্কুল-মাদ্রাসা নির্বিশেষে একই পাঠ্যবই প্রবর্তনের কথা। নতুন এ প্রকল্পেও তাই হচ্ছে। আগের আন্দোলনকারীরা এবারকার উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন বলে এসইএসডিপির নথিপত্রে দেখা গেছে। এসইএসডিপির প্রকল্প পরিচালক রতন রায় জানান, তাদের একটি টিম এনসিটিবিতে কাজ করছে। তারা প্রকল্পের পক্ষ থেকে কেবল কারিকুলাম প্রণয়ন করেন। বই লেখা আর ছাপানোর দায়িত্ব এনসিটিবির। কারিকুলাম তৈরি করে দিলে সে আলোকে এনসিটিবি ব্যবস্থা নেবে। এ অবস্থায় এনসিটিবিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল নবম-দশম শ্রেণীর কারিকুলাম তারা এখন হতে গেলে বই লিখিয়ে তা নতুন বছরে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে পারবে কিনা। সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বর্তমানে অবকাশ যাপনে আমেরিকায় অবস্থান করছেন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সদস্য-অর্থ অধ্যাপক নাসিমউদ্দিন। মঙ্গলবার দুপুরে এ ব্যাপারে তার কাছে জানতে গেলে তিনি দেখা দেননি। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে বলেন, তিনি ব্যস্ত। কথা বলতে পারবেন না। তবে নাম প্রকাশ না করে এনসিটিবির আরেকজন দায়িত্বশীল উর্ধতন কর্মকর্তা জানান, শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে নতুন কারিকুলামে নবম-দশম শ্রেণীর বই দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে পুরনো কারিকুলামের বই দিয়ে চালাতে হবে।

স্কুল-মাদ্রাসার অভিন্ন পাঠ্যবই : নতুন কারিকুলামে আগামী বছর যে পাঠ্যবই আসছে, স্কুল-মাদ্রাসা নির্বিশেষে তার মধ্যে বেশির ভাগই অভিন্ন বই থাকছে। মাদ্রাসার সঙ্গে এ সামঞ্জস্য আনতে গিয়ে স্কুলের পরীক্ষার মান বণ্টনেও ভিন্নতা আনা হয়েছে। বর্তমানে স্কুল-মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ের কোন মিল নেই। কিন্তু ২০১৩ সালে মাদ্রাসা ও স্কুলে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়গুলো অভিন্ন থাকবে। এর মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ১৫০ নম্বরের হবে। দ্বিতীয় পত্র ৫০ আর প্রথম পত্র ১০০ নম্বরে। বর্তমান বছরেও স্কুলে দ্বিতীয় পত্র ১০০ নম্বরে পড়ানো হচ্ছে। আর মাদ্রাসায় দ্বিতীয় পত্র পড়ানো হলেও তা প্রথম পত্রের সঙ্গে ১০০ নম্বরেই হয়ে থাকে। এর বাইরে স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, চারুকলা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয় পড়ানো হবে। আর মাদ্রাসায় ছাত্রদের অনুযায়ী কুরআন, আরবি ১টি ও ফিকাহ পড়ানো হবে। এসব বইয়ের মধ্যে স্কুলগুলোর খসড়া আজ অনুমোদিত হবে। এরপরই তা ছাপাখানায় চলে যাবে।

কত বই লাগবে : এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, আগামী বছর মাধ্যমিক স্তরে মোট বই লাগবে ১১ কোটি ৪১ লাখ ১৯ হাজার ৫৭৭টি। মাদ্রাসায় দাখিল স্তরে লাগবে ১ কোটি ৮৯ লাখ ৯০ হাজার ৮৮১টি। আর প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, এসএসসি ভোকেশনালসহ মোট বই লাগবে ২ কোটি ৯৪ লাখ ৮১ হাজার ৮৮৬টি।